**সেচ কার্যক্রম:**

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে জন্য খাল-নালা, পাহাড়ী ছড়া ইত্যাদি পুনঃখনন/সংস্কার ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করে বিভিন্ন ক্ষমতার শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, বিদ্যুতায়ন, সেচের পানির অপচয় রোধ করার নিমিত্ত ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ (Buried pipe) সেচনালা নির্মাণ করছে। যে সমস্ত এলাকায় ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা নেই, সে সমস্ত এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের জন্য গভীর নলকূপ/কম ক্ষমতা সম্পন্ন ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপন, বিদ্যুতায়ন ও পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, ক্ষেত্রায়ন এবং কমান্ড এরিয়া উন্নয়নের আওতায় সেচ এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করছে। ছোট ছোট নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান, সেচচার্জ আদায় নিশ্চিতকরণ ও পানির দক্ষ ব্যবহারের জন্য গভীর নলকূপে স্মার্ট কার্ড বেইজড প্রিপেইড মিটার স্থাপনের কাজ করে যাচ্ছে।

সেচ কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার বিএডিসি'র মাধ্যমে প্রথমবারের মত জলাবদ্ধ এলাকা, হাওর ও দক্ষিণাঞ্চল এলাকায় ফসল আবাদ বৃদ্ধিকরণ তথা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা দেশে ভূ-পরিস্থ পানির মাধ্যমে ত্বরিৎ সেচ সুবিধা প্রদানকল্পে ৩৬ টি ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। উল্লিখিত কর্মসূচির আওতায় বিগত ৩০/০৬/২০১১ পর্যন্ত ১৪৪০.৩২ কিলোমিটার খাল খনন/পুনঃখনন, ৪৪.৫০ কিলোমিটার বেড়ী বাঁধ ও ৪২৬.৯০ কিলোমিটার সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে পতিত ও এক ফসলী জমি দু'ফসলী জমিতে রুপান্তর হয়েছে। এতে প্রায় ১,৪৮,০৫২.০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা যাবে এবং প্রায় ২,৪৭,৮৩০.০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

বিগত ২০১০-১১ অর্থ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে ক্ষুদ্রসেচ সংক্রান্ত মোট ১১ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখিত প্রকল্পসমূহে ১৩২১.০০ কিলোমিটার খাল খনন/পুনঃখনন, ৩৬.০০ কিলোমিটার বেড়ী বাঁধ ও ২১৯৮.৬৬ কিলোমিটার সেচনালা নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। বিগত ৩০/০৬/২০১১ পর্যন্ত ৪৭৫.৬৭ কিলোমিটার খাল খনন/পুনঃখনন, ১৪.২৫ কিলোমিটার বেড়ী বাঁধ নির্মাণ ও ৭৭৫.৪২ কিলোমিটার সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট কার্যক্রম প্রকল্প মেয়াদের মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে। আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে মোট ৭৯,৪০৪.০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আসবে এবং প্রায় ২,৮৭,৭৭৮.০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হবে।

এছাড়াও বিগত ২০১০-১১ অর্থ বছরে গত ২৭/০৪/২০১১ তারিখে তিন (০৩) বছর মেয়াদী আরো ৩০ টি কর্মসূচি অনুমোদিত হয়েছে। উল্লিখিত কর্মসূচির আওতায় ৯৯১.৫০ কিলোমিটার খাল খনন/পুনঃখনন, ৯৮.৩০ কিলোমিটার বেড়ী বাঁধ ও ৪০৬.১০ টি সেচনালা নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বিগত মে ২০১১ মাসে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বিগত ৩০/০৬/২০১১ পর্যন্ত ১৩৭.৪৭ কিলোমিটার খাল খনন/পুনঃখনন, ৩.৩০ কিলোমিটার বেড়ী বাঁধ নির্মাণ ও ১৫.৮০ কিলোমিটার সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট কার্যক্রম কর্মসূচি মেয়াদের মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে। উক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন শেষে প্রায় ৮০,৯৬০.০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা যাবে এবং প্রায় ২,১১,৯৮৬.০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

দেশে প্রথমবারের মত নতুন প্রযুক্তি নির্ভর ''রাবার ড্যাম'' এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে শুস্ক মৌসুমে সেচ কার্যক্রম হাতে নেয়া হচ্ছে। সিলেট জেলার ছাতক উপজেলা ও ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে রাবার ড্যাম নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। পার্বত্য চট্রগ্রাম জেলাসমূহে ঝিরিবাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সেচ কার্যক্রম ও মৎস্য চাষ সাফল্যের সাথে সম্পাদন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে মোট ১০২টি ঝিরিবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো ৫০টি ঝিরিবাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।